আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালার শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামায়াত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, আগুন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টায় উপজলার কুমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আওয়ামীলীগ থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। দেশের মানুষ অভাবে নেই। জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে হাজারো মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। বিএনপি-জামায়াত উন্নয়ন চায় না, কখনো তারা চাইও নি। দেশ যখন উন্নয়নের অগ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে ঠিক তখনই বিএনপি-জামায়াত আগুন সন্ত্রাসী শুরু করেছে। যখন নির্বাচন আসে তখন তাদের জ্বালা ধরে যায়। বিএনপি-জামায়াত আগামি নির্বাচন বানচাল করার লক্ষ্যে আগুন সন্ত্রাস শুরু করেছে। এদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। তবে- সরকার মেগাপ্রকল্প সহ দেশের উন্নয়নের যে ভুমিকা রাখছে তা নিরুৎসাহ করতে তারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক একরামুল হক বুলুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাওসার আহমেদ বাবলু, জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক জিল্লুর রহমান, জেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, পদ্মবিলা

ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু মাস্টার, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন মাস্টার, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, হাসিবুল ইসলাম, কমল কুমার বিশ্বাস, জনি মেম্বার। শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ উপস্থাপনা করেন আব্দুল মালেক।

আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন,শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। ফেসবুক, ইন্টারনেট ইউটিউবের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যেনো লেখাপড়ায় অমনযোগী হয়ে না পড়ে সেদিকে অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে।

অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের প্রতি যত্নবান হতে হবে। তারা যেনো লেখাপড়ার প্রতি মনযোগী হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঠিকমত স্কুলে আসা বাল্যবিয়ের শিকার না হয় সেদিকটাও অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।এছাড়াও নতুন শিক্ষাক্রম বিশেষ করে ষষ্ট ও শপ্তম শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের নতুন শিক্ষা কারিকুলামের উপর গুরুত্ব দেন,শিক্ষকদের পাঠদানে মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন। বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, অভিভাবক সদস্য সোহেল রানা শাহিন,মহিলা সদস্য নাসরিন সুলতানা।

শিক্ষক প্রতিনিধি আশরাফুল ইসলামের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত শামসুজোহা সাবু,হাসিনুর রহমান,আশরাফুল ইসলাম,প্রমুখ।সভায় প্রায় ৭শতাধিক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় সুবিধাভোগী মানুষদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার সময় মনোহরপুর,কেডিকে ও বাকা ইউনিয়ন পরিষদ ও জীবননগর পৌরসভার আয়োজনে জীবননগর শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর, কেডিকে ও বাকা ইউনিয়ানের সহ জীবননগর পৌরসভার বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাভোগিদের সাথে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাতৃত্বকালিন, প্রতিবন্ধি, বয়স্ক, বিধবা ভাতাসহ সকল ভাতার আওতায় থাকা অসহায় মানুষদের সাথে এ মতবিনিময় করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগর টগর।

ভাতাভোগি প্রায় ১৩হাজার জন নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগর টগর, জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান,দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, জীবননগর পৌর সভার মেয়র রফিকুল ইসলাম,দশনা পৌর সভার মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোতুজা,জীবননগর

উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃসালাম ঈশা, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন,বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আঃকাদের প্রধান,কেডিকে ইউপি চেয়ারম্যান খাইরুল বাশার শিপলু,জেসিআইয়ের পরিচালক মুনতাসির আজগার আকাশ প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সাবিক পরিচালনা করেন জীবননগর পৌর সভার সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম।

গাংনীর কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজে গভর্নিং বডির সভা অনুষ্ঠিত

কুতুবপুর পুর স্কুল এন্ড কলেজে গভর্নিং বডির সাথে শিক্ষকদের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ সময় কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সামনে ১০ম শ্রেনী ও দ্বাদশ শ্রেনীর বর্ড পরীক্ষা কে কেন্দ্র করে মত বিনিময় সভায় শিক্ষার্থী দের লেখা পড়ার মান উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের দাতা সদস্য, ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের সবেক চেয়ারম্যান হাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম। গভর্নিং বডির সদস্য জিনারুল ইসলাম, চুন্নু মিয়া, খায়রুল ইসলাম, কল্পনা খাতুন। উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাক্ষ হাফিজুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক আমজাদ হোসেন,মাঝারুল ইসলাম, ফিরোজা খাতুন,জয়নাল আবেদিন,আবু তাহের সিদ্দিকী, সহকারী শিক্ষক রেজাউর রহমান,লাভলু হোসেন,জুহিন আলী, নাজমুল হোসেন ইকলাছ সুমনা খাতুন পল্লবী সাহা সহ আরো শিক্ষক বৃন্দ।

এ সময় শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে শিক্ষকদের উদ্দেশ্য হাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম জানান আগামী তে ছাত্র ছাত্রী দের রেজাল্ট ভালো

করতে শিক্ষকদের সর্বচ্চ ভূমিকা পালন করতে হবে, শিক্ষক ও অবিভাবকের সাথে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করতে হবে। প্রতিটি শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ১০০% নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে।জি পি এ ৫.০০ এর জন্য ভালো শিক্ষার্থীদের বাছাই করে অতিরিক্ত ক্লাস চালু করতে হবে,তাদের পিতা মাতার সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখতে হবে।কারন ভালো গাইডলাইন না পেলে ভালো শিক্ষার্থীরাও ঝরে পড়তে হবে।শিক্ষকদের সফলতা তখনই হয় যখন প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট ভালো হয় কাজী আপনারা অনেক দায়িত্ববান শিক্ষক আমি জানি তবে শিক্ষার্থীদের কে আরো মোটিভেশন করে তাদের কে গড়ে তুলতে হবে।

এ বিষয়ে কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাক্ষ হাফিজুল ইসলাম বলেন আমরা এবারচেষ্টা করবো ১০০% পাশের হার নিশ্চিত করা।এবং জি পি এ ৫ এর হার আরো বৃদ্ধি করা।তবে এখানে আমার সকল সহযোদ্ধা শিক্ষকদের অগ্রনি ভূমিকা পালন করতে হবে।

এ বিষয়ে রেজাউর রহমান স্যার জানান ইতিমধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান ও গভর্নিং বডির সভাপতি মিজানুর রহমান নির্দেশনা দেন টেস্ট পরীক্ষা তে কেউ একের অধিক সাবজেক্টে ফেল করলে তার বোর্ড পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করতে দেওয়া হবে না।যদি দিতে হয় তাহলে সেই শিক্ষার্থীর অবিভাবক কে সাথে নিয়ে লিখিত দিতে হবে তবেই তাকে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করতে দেওয়া হবে। তাই আমরা সকল শিক্ষক ও কমিটেড আগামী তে শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট ভালো করতে আমাদের ভূমিকা সবার উর্ধে থাকবে।

এ সময় সকল শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করে আগামী আরো কি কি উদ্যোগ গ্রহন করলে শিক্ষার্থী দের আরো লেখা পড়ার মান ভালো হবে তা পরিকল্পনা করেন এবং তা বাস্তবায়ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

মেহেরপুরে তিন বিচারকের বিদায়

সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা জজ আদালত ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে সম্প্রতি বদলি হওয়া তিন বিচারককে বিদায় সংবর্ধনা দিয়েছে মেহেরপুর বিচার বিভাগ।

মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে তিনটার সময় মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের সম্মেলন কক্ষে জেলা জজ আদালতের সরকারি জজ আরিফা আফরিন আঁখি, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ এবং সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তরিকুল ইসলাম কে বদলি জনিত কারণে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারক মোঃ শহিদুল্লাহ্, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকসহ বিচারকগণ এবং আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ধলা গ্রামের আয়োজনে ফাইনাল ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত

গাংনীর ধলা গ্রামের আয়োজনে ফাইনাল ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল ৩ টার সময় কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দ পুর ধলা গ্রাম বাসীর আয়োজনে ফুটবল টুর্নামেন্টে এক দিকে অংশগ্রহণ করেন কুতুবপুর ফুটবল একাদশ অপরদিকে অংশগ্রহণ করেন বেলতলাপাড়া ফুটবল একাদশ। ১-০ গোলে কুতুবপুর ফুটবল একাদশ কে হারিয়ে বেলতলাপাড়া ফুটবল একাদশ বিজয় লাভ করেন।

ফাইনাল খেলায় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সাংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ত্রান ও সমাজ কল্যান সম্পাদক ও ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, মেহেরপুর সদরে জেলাপরিষদের সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক মঙ্গল, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি, কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদে মেম্বার জিনারুল, ফারুক মিয়া,আনারুল ইসলাম, খেলা পরিচালনায় বাশারুল ইসলাম, মামুন,আকাশ,গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি পলাশ আহম্মেদ, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিন আলম, রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাহাবুব আলম ও সহযোগী রেফারিবৃন্দ।

ধলা ক্যাম্পের ইনচার্জ তৌহিদুল ইসলাম এ এস আই আবুল কালাম সহ খেলোয়াড় বৃন্দ ও মাঠের কানায় কানায় পরিপূর্ণ খেলাপ্রেমী দর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় জাতীয় সংবিধান দিবস অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় জাতীয় সংবিধান দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। “বঙ্গবন্ধুর ভাবনা সংবিধানের বর্ণনা, এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ শনিবার বেলা ১২ টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের চত্বরে সংবিধান দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মো: শহিদুল ইসলাম, সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন সহ উপজেলার

বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি -১৫১১ তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয় । ১৫১১ তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল।

স্বরচিত লেখা পাঠ করেন গোলাম কবীর মুকুল, এম এ মামুন, নটরাজ হারুন অর রশিদ, আবু নাসিফ খলিল, হুমায়ুন কবীর, বনলতা,শহিদুল ইসলাম,জি এম জোয়ার্দ্দার, ডা.তোফাজ্জল হোসেন,রোকসানা জেবা,হোসেন মোহাম্মদ ফারুক, গুরু কাজল,আনছার আলী, সুমন ইকবাল, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ।স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, গোলাম কবীর মুকুল, আবু নাসিফ খলিল এবং হুমায়ূন কবীর। চিরায়ত সাহিত্য থেকে আলোচনা করেন আর্টিষ্ট জি এম জোয়ার্দ্দার । অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল।

মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদারের অবসরোত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ সময় কলেজ শিক্ষক মিলনায়তনে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে এবং শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংবর্ধিত অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার, সদ্য বিদায়ী উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষক পরিষদের যুগ্ন সম্পাদক মিলন মন্ডল। অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ শফিউল ইসলাম সরদারের সহধর্মিণী মিসেস রেহেনা বেগম,অধ্যক্ষ পুত্র মিনহাজুল ইসলাম সাইফ,রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল লতিফ,হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গাজী নজরুল ইসলাম,অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান,রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষক পরিষদের সাবেক সম্পাদক ফুয়াদ হাসান, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথা, পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক খসরু,ইসলাম, বাংলা বিভাগের মইনুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা বিভাগের মুন্সী রাশেদুল হক,, গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নজিউর রহমান, ইংরেজী বিভাগের মীর মাহফুজ আলী বাংলা বিভাগের প্রভাষক সানজিদা ফেরদৌস, প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান মিনা পারভিন কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সালমা আক্তার, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ ও সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা শফিউল ইসলাম সরদারের এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে তার সফলতা ও কর্মের প্রশংসা করেন। একজন সফল প্রশাসক ও অভিভাবক হিসেবে জেলা সদরের এই বৃহৎ কলেজটির উন্নয়নে তার অবদানের কথা স্বরণ করেন। বক্তারা কলেজ অধ্যক্ষ কে একজন দক্ষ প্রশাসক, অতিথিপরায়ণ ও সর্বোপরি একজন ভাল ও সফল মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেন।

বিশেষ করে কলেজটির ২ টি পাচতলা বিল্ডিং সহ সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নে তিনি নিরলসভাবে কাজ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেন। শফিউল ইসলাম সরদার দীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন। শফিউল ইসলাম সরদার তার বক্তব্যে দীর্ঘ ৩৩ বছরের শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্ন দিকের কথা উল্লেখ করেন। তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ন পালনকালে সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। কলেজ শফিউল ইসলাম সরদার মেহেরপুর সরকারী কলেজে যোগদানের আগে যশোর সরকারী এমএম কলেজে রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ন পালন করেন।

গাংনীতে অবিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীর কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজে অবিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ সময় কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের প্রথম কক্ষে আলোচনা শুরু করেন।

শিক্ষাক্রম ২০২৩ নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের অবিভাবকদের সাথে অবিভাবক সমাবেশ ও মত বিনিময় করেন।
এ সময় কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক রেজাউর রহমান রেজার সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাক্ষ হাফিজুল ইসলাম,সিনিয়র শিক্ষক আবু তাহের সিদ্দিকী, আমজাদ হোসেন,ফিরোজা খাতুন, আইসিটি প্রভাষক জুহিন আলম,সুমনা খাতুনসহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাক্ষ তার আলোচনায় অবিভাবকদের উদ্দেশ্য করে জানান, বর্তমানে সরকারের শিক্ষা ব্যাবস্থাকে বাস্তবমুখী করে তুলতে নতুন কারিকুলাম এসেছে যার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মুখস্ত বিদ্যা দূর করে ক্লাসের পড়া

ক্লাসেই সম্পূর্ন হবে। ছেলে মেয়েদের যে পড়া করানো হবে তা বাস্তবে ব্যাহারিক করে, বুঝে তার প্রয়োগ সম্পূর্ন করানো হবে।এতে আর ছেলে মেয়েদের মেরে ধরে জোর করে মুখস্থ করানোর সুযোগ নেই।তাই আপনাদের ও সচেতন হতে হবে ছেলে মেয়েদের বাস্তবমুখী লেখা পড়ার ক্ষেত্রে। ছেলে মেয়েদের সাথে বন্ধু সুলভ আচরন করে তাদের কে লেখা পড়ায মনযোগী করতে হবে। আপনার খেয়াল রাখবেন বর্তমানে ছেলেরা মাদকাসক্ত হচ্ছে অল্প বয়সেই।তাই কার সাথে মিশছে কখন বাড়ি ফিরছে এ গুলো লক্ষ রাখবেন। না হলে আপনার সন্তান হুমকির মুখে চলে যাবে যা একটি সমাজ ও জাতির জন্য দুঃখ জনক হবে।

তাই আসুন আপনারা অবিভাবক ও আমরা সকলে মিলে নতুন কারিকুলাম শিক্ষা ব্যাবস্থা কে ছাত্র ছাত্রী যেন রপ্ত করে আগামী জীবন কে আলোকিত করতে পারে।